সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মা ক তা বা তু ল ফু র কা ন

www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

استشهاد الحسين ﷺ ومعركة كربلاء
-এর অনুবাদ

হুসাইন ইবনে আলী
রাযিয়াল্লাহু আনহু

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ
জোজন আরিফ

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম | হুসাইন ইবনে আলী রা.
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম ১৪৪২ / সেপ্টেম্বর ২০২০
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94322-6-5

মূল্য : ৳ ৩০০.০০ (তিন শত টাকা মাত্র)

USD 10.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

বর্তমান বিশ্বের প্রসিদ্ধ সীরাত লেখক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী-এর রচনাসম্ভার পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। এদেশে মাকতাবাতুল ফুরকান-ই প্রথম তার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করে। ইসলামের প্রথম খলীফা আবু বকর আস-সিদ্দীক রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনীগ্রন্থ দিয়েই এর সূচনা হয়। তারপর পর্যায়ক্রমে হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত ইসলামের অন্যান্য খলীফা এবং পরবর্তী সময়ে মুআবিয়া রা.-এর জীবনী প্রকাশ করে। বক্ষমাণ গ্রন্থটি—*জীবন ও কর্ম : হুসাইন ইবনে আলী রা.*—এ ধারারই একটি সংযোজন। উল্লেখ্য, ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী-এর সবগুলো গ্রন্থ *মাকতাবাতুল ফুরকান* অনুবাদ ও প্রকাশের লিখিত অনুমতি লাভ করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করেন।

হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনী রাসূল সা.-এর বংশ পরম্পরা, নববী আদর্শ ও দৃষ্টান্ত এবং খেলাফতের ধারাবাহিকতা ও ইতিহাস অধ্যয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য অধ্যয়। এ গ্রন্থে তার জন্ম থেকে শাহাদাত পর্যন্ত সুবিস্তর জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রথম পর্বে রয়েছে, তার জন্ম ও বংশ-পরিচয় এবং হাদীসে বর্ণিত গুণাবলীর আলোচনা; এবং দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে, ইয়াজীদ ইবনে মুআবিয়ার হাতে বাইআত হতে হুসাইন ইবনে আলী এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহুমার অস্বীকৃতি প্রদান, মক্কা অভিমুখে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রস্থান এবং কারবালার প্রান্তরে তার শাহাদাতবরণ প্রভৃতির বর্ণনা।

প্রত্যেক মুসলিমের জন্যই হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর জীবনে রয়েছে শিক্ষা ও আদর্শ। তিনি মহান আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে বিলিন করার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। ওপরন্তু,

যুলুমের বিরুদ্ধে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর সুদৃঢ় অবস্থান ইতিহাসের পাতায় চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

গ্রন্থটি আরবী থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজী ও আরবী ভাষায় দক্ষ অনুবাদক এদেশে খুব বেশি নেই। এক্ষেত্রে তরুণ ও প্রতিভাবান অনুবাদক জোজন আরিফ ব্যতিক্রম। তিনি বি.এস.সি (ইঞ্জিনিয়ারিং) ও মাস্টার্সের পাশাপাশি ইসলামিক স্টাডিজেও ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেছেন এবং এখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে মাদরাসা কারিকুলামে আরও উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছেন। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে তার বিশের অধিক অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তার এই কাজকে কবুল করেন।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটির অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে তার পথে অগ্রসর হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক, মাকতাবাতুল ফুরকান
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা

১২ সেপ্টেম্বর ২০২০

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু—কারবালার বীর শহীদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার, যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক—অনন্য এক ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন এমন এক মহান চরিত্রের অধিকারী, যিনি ইসলামী ইতিহাসের দৃশ্যপটে গভীর অমানিশায় শুভ্র চাঁদের ন্যায়। জীবন প্রদীপ যখন নিভু নিভু করছিল, তখন তিনিই মশাল হাতে অন্ধকার পথে আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি এতে নিজের সর্বোচ্চ কুরবান করতে হলেও তিনি পিছ পা হননি।

সকল মুমিনদের চোখে তার রয়েছে সুমহান মর্যাদা, তার বীরত্বের কীর্তিগাঁথা আজও অম্লান। তিনি ছিলেন উম্মাহর এক সিংহপুরুষ, যিনি দ্বীন ও আদর্শের জন্য নিজের জানকেও কুরবানী করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও আত্মোৎসর্গের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তার জীবনী অধ্যয়ন করলে যেন সেই বহুল প্রচলিত প্রবাদবাক্যেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়—'মৃত্যুকে আলিঙ্গন করো, তাহলে জীবন ফিরে পাবে।'

বস্তুত তিনি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করেছিলেন—কারবালার প্রান্তরে শাহাদাত বরণ করে তিনি অনন্ত জীবন লাভ করেছেন। মানুষের স্মৃতিপটে তিনি ভাস্বর হয়ে আছেন আপন মহিমায়। দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও চিরদিনের জন্য ঠাঁই করে নিয়েছেন মুসলিমদের হৃদয়ে। দীর্ঘদিন ধরে গোটা মুসলিমবিশ্বের চিন্তাচেতনাকে তিনি প্রবলভাবে আলোড়িত করেছেন। ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে আলোড়নের এ ধারা। তার জীবন ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিমরা নিজেদের সর্বোচ্চ কুরবান করতে সচেষ্ট হবে, প্রতিবাদী কণ্ঠ হুংকার দেবে যুলুমের বিরুদ্ধে। সমাজ থেকে সমস্ত অন্যায়-অনাচার দূর করতে তার দৃষ্টান্তের তুলনা নেই।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি প্রথিতযশা লেখক ও ঐতিহাসিক ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী রচিত استشهاد الحسين (رضي الله عنه) ومعركة كربلاء—এর অনুবাদ। বইটি নবুওয়াত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের ইতিহাস অধ্যয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। এখানে তিনি জান্নাতী যুবকদের সর্দার, প্রখ্যাত সাহাবী হুসাইন ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর পূর্ণাঙ্গ জীবনী চিত্রায়িত করেছেন। এতে বর্ণিত হয়েছে তার জন্ম থেকে শাহাদাত পর্যন্ত সুবিস্তর জীবনী। একজন গবেষক ও ইতিহাসবিদ হিসেবে ড. সাল্লাবীকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। ইতিমধ্যেই সত্যের আধুনিক প্রকাশ ***মাকতাবাতুল ফুরকান*** থেকে লেখকের ইসলামী ইতিহাস সিরিজের গুরুত্বপূর্ণ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বইটি সেই সিরিজেরই একটি সংযোজন। তাই বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি এবং সিরিজের অন্যান্য বইগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ বইটির নামকরণ করা হয়েছে, *জীবন ও কর্ম : হুসাইন ইবনে আলী রা.*।

গ্রন্থটি অনুবাদের ক্ষেত্রে *দার ইবনে কাসীর*, দামেশক, বৈরুত হতে ২০১৬ সালে প্রকাশিত নুসখাটি অনুসরণ করা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাষার সাবলীলতা রক্ষা এবং অনুবাদের পর গ্রন্থটি নিরীক্ষণের পেছনেও যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তবুও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। সম্মানিত পাঠকদের কাছে অনুরোধ, কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। এতে যা কিছু কল্যাণকর, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা কিছু অকল্যাণকর, তার দায়ভার একান্ত আমার—আমি এজন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন গ্রন্থটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করেন এবং এটিকে আমাদের পরকালে নাযাতের উসিলা বানিয়ে দেন। তিনিই আমাদের সকল আহ্বান শোনেন, আমাদের ডাকে সাড়া দেন।

রবের করুণা প্রত্যাশী
জোজন আরিফ
পল্লবী, ঢাকা

০৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ঈসায়ী
১৫ মুহাররম ১৪৪২ হিজরী

সূচিপত্র

ভূমিকা ১৩

প্রথম পর্ব
বংশ, শৈশব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথম অধ্যায় : বংশ, শৈশব ও শ্রেষ্ঠত্ব

১.১। নাম, বংশ, কুনিয়াহ এবং গুণাবলী ১৮
১.২। জন্ম, নাম ও উপাধি এবং নবজাতকের নামকরণে নববী পদ্ধতি ২৩
১.৩। হুসাইনের কানে রাসূলুল্লাহ সা.-এর আযান প্রদান ২৫
১.৪। হুসাইন রা.-এর মাথা মুণ্ডন ২৬
১.৫। আকীকা ২৭
১.৬। খৎনা ২৭
১.৭। ভাই-বোন ২৮
১.৭.১। হাসান ইবনে আলী রা. ২৮
১.৭.২। মুহাসসিন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব ৩১
১.৭.৩। উম্মে কুলসুম বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব রা. ৩২
১.৭.৪। যায়নাব বিনতে আলী ইবনে আবি তালিব রা. ৩৩
১.৭.৫। মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ ৩৪
১.৮। চাচা ও ফুফু ৩৪
১.৮.১। তালিব ইবনে আবি তালিব ৩৪
১.৮.২। আকীল ইবনে আবি তালিব ৩৫
১.৮.৩। জাফর ইবনে আবি তালিব রা. ৩৬
১.৮.৪। উম্মে হানী বিনতে আবি তালিব রা. ৩৬
১.৮.৫। জুমানাহ বিনতে আবি তালিব ৩৭
১.৯। মামা ও খালা ৩৭
১.৯.১। যায়নাব রা. ৩৮
১.৯.২। রুকাইয়্যাহ রা. ৪৬
১.৯.৩। উম্মে কুলসুম রা. ৪৮
১.১০। উম্মুল হুসাইন রা.—সাইয়্যিদা ফাতিমা রা. ৫২

দ্বিতীয় পর্ব
হুসাইন রা.-এর শাহাদাত

দ্বিতীয় অধ্যায় : হুসাইন রা.-এর প্রস্থান ও শাহাদাত

২.১। হুসাইন রা.-এর প্রস্থানের কারণ ৫৫
২.১.১। হুসাইন রা.-এর প্রস্থানের কারণসমূহ ৫৫
২.১.২। হুসাইনের অবস্থান এবং উমাইয়্যা শাসন বিরোধী ফাতাওয়ার দুটি স্তর ৫৬
২.২। কুফা গমনে হুসাইন রা.-এর দৃঢ়সংকল্প, সাহাবী ও তাবেয়ীদের নসীহত এবং তার প্রস্থানে তাদের অভিমত ৫৯
২.২.১। কুফা গমনের ক্ষেত্রে দৃঢ়সংকল্প ৫৯
২.২.২। কুফা গমন প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের অবস্থান ৬১
২.৩। কুফার ঘটনায় ইয়াযীদের অবস্থান ৭২
২.৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ : মুসলিম ইবনে আকীল ও তার সহযোগীদের ব্যাপারে তার ফায়সালা ৭৬
২.৪.১। মুসলিম ইবনে আকীলের পরিকল্পনা নস্যাৎ ৭৬
২.৪.২। হানী ইবনে উরওয়ার গ্রেফতার ৭৭
২.৪.৩। কুফার বিদ্রোহে ইবনে যিয়াদের আদালত কায়েম ৮০
২.৪.৪। মুসলিম ইবনে আকীলের গ্রেফতার ও হত্যা ৮২
২.৪.৫। হানী ইবনে উরওয়ার হত্যা ৮৫
২.৫। হুসাইনের কাছে মুসলিম ইবনে আকীলের হত্যা–সংবাদ পৌঁছানো এবং ইবনে যিয়াদের বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ ৮৮
২.৫.১। ইবনে যিয়াদের বিশ্বস্ততার ওকালতি গ্রহণ ৯০
২.৫.২। হুসাইন রা.-এর সাথীদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি ৯১
২.৫.৩। হুর ইবনে ইয়াযীদ আত-তামিমীর সাথে থাকা কুফার অগ্রবর্তী দলের সাক্ষাৎ ৯২
২.৫.৪। উমর ইবনে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপচারিতা ৯৩
২.৬। যুদ্ধের বিরতি, হুসাইন রা. ও তার সাথীদের শাহাদাত ৯৬
২.৭। হুসাইন রা.-এর অভিনব অবস্থান ১০০
২.৮। হুসাইনের হত্যার ক্ষেত্রে ইয়াযীদের অবস্থান এবং তার সন্তানাদির সাথে তার আচরণ ১০৫
২.৯। হুসাইন রা.-এর পরিবারের মদীনায় প্রত্যাবর্তন ১০৮

২.১০। হুসাইন রা.-এর শাহাদাতের জন্য কে দায়ী? ১০৯
২.১১। ইয়াযীদ সম্পর্কে লোকজনের অভিমত,
তাকে লানত করা কি জায়েয? ১১৬
২.১২। হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ড
সম্পর্কিত বানোয়াট বর্ণনাসমূহের ক্ষেত্রে সতর্কতা ১২৫
২.১৩। হুসাইন রা.-এর শোকে রচিত কবিতা ১২৭

তৃতীয় অধ্যায় : সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপকারিতা

৩.১। আশুরা দিবস ১২৯
৩.১.১। বিপদাপদ মোকাবিলায় ইসলামী শিষ্টাচার ১৩৫
৩.১.২। শিয়াদের আশুরা নিয়ে ইবনে তাইমিইয়্যাহ
এবং ইবনে কাসীরের অভিমত ১৪০
৩.১.৩। আশুরাকে যারা ঈদরূপে গ্রহণ করে ১৪৩
৩.১.৪। আশুরা সম্পর্কে বর্ণিত কিছু জাল হাদীস ১৪৪
৩.১.৫। আশুরা দিবসে রাসূল সা.-এর পথনির্দেশ ১৪৬
৩.২। হুসাইন রা.-এর মাথা মুবারকের ব্যাপারটি বিশ্লেষণ ১৪৮
৩.২.১। হুসাইন রা.-এর মাথা দাফন ১৫০
৩.৩। ইমামদের কবরের পবিত্রতা এবং শিয়াদের
হুসাইন রা.-এর কবর যিয়ারত ১৫৮
৩.৩.১। যা কিছু প্রত্যাখ্যান করতে হবে ১৬২
৩.৪। শরীয়তের আলোকে হুসাইন রা.-এর কুফা যাত্রা ১৭১
৩.৫। হুসাইন রা.-এর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা ১৭৬
৩.৬। হুসাইন রা.-এর মৃত্যু সম্পর্কে রাসূল সা.-এর ভবিষ্যদ্বাণী ১৭৮
৩.৭। হুসাইন রা.-এর মৃত্যুতে আল্লাহর শাস্তি ১৭৮
৩.৮। ইসলাম-বিরোধী শক্তি এবং কারবালার বিপর্যয় ১৮০
৩.৯। হুসাইন রা.-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে
শিয়া মতাদর্শের ঐতিহাসিক সংস্করণ ১৮১
৩.১০। হুসাইন রা.-এর দুআ ১৮৩

LETTER OF AUTHORIZATION

To Whom It May Concern

I, hereby, am granting the permission to **MOHAMMAD ADAM ALI** (Proprietor, Maktabatul Furqan, 11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh; Mob : +8801733211499) to translate and publish all published books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into Bengali (The official and national language of Bangladesh); *Noble Life of The Prophet* (3 Vols) and the Biography of Abu Bakr As-Siddeeq ﷺ, Umar Ibn Al-Khattab ﷺ, Uthman Ibn Affan ﷺ, Ali ibn Abi Talib ﷺ (2 Vols), Umar bin Abd Al-Aziz, Salah Ad-Deen Al-Ayubi (3 Vols), al-Hasan ibn 'Ali and Muawiyah bin Abi Sufyan ﷺ.

Moreover, *Maktabatul Furqan* will be considered as a publisher & distributor of the translated books of Dr. Ali Muhammad El-Sallabi into **Bengali** worldwide.

With best wishes

Sincerely,

Name : Dr. Ali Mohamed El-Sallabi
Signature :

Date: March 8, 2018

ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মার অনিষ্ট ও মন্দ আমল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, সে পথভ্রষ্ট হতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে (মন্দ আমলের কারণে) পথভ্রষ্ট করেন, তার কোনো হিদায়াতকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য অন্য কোনো সত্তা নেই। আল্লাহ এক এবং একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ۝

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনি ভয় করো; এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে-ইমরান, ৩ : ১০২)

হে আমার রব, সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য যেমনটি তোমার বড়ত্ব ও সার্বভৌমত্বের জন্য যথার্থ। তুমি সন্তুষ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোমার প্রশংসা, তুমি সন্তুষ্ট হলেও সমুদয় প্রশংসা তোমার জন্য, আর তুমি সন্তুষ্ট হওয়ার পরও সকল প্রশংসা কেবল তোমার জন্যই নির্ধারিত।

বক্ষ্যমাণ বইটি নবুওয়াত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়কালের ইতিহাস অধ্যয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে : *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ : আরদু ওয়াকাঈ ওয়া তাহলীলু আহদাস*, *আবু বকর আস-সিদ্দীক রা.*, *উমর ইবনুল খাত্তাব রা.*, *উসমান ইবনু আফফান রা.*, *আলী ইবনু আবি তালিব রা.* এবং *হাসান ইবনু আলী রা.*। আর এখন যে বইটি আপনার হাতে রয়েছে, তার নাম হচ্ছে : *ইসতিশহাদু হুসাইন ইবনু আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা* (*জীবন ও কর্ম : হুসাইন ইবনে আলী রা.*)।

প্রথম পর্ব

বংশ, শৈশব ও শ্রেষ্ঠত্ব

প্রথম অধ্যায়

বংশ, শৈশব ও শ্রেষ্ঠত্ব

১.১। নাম, বংশ, কুনিয়াহ এবং গুণাবলী

তার নাম হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মানাফ আল-হাশিমী আল-কুরাইশী,[১] আল-মাদানী আশ-শাহীদ।[২] তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৌহিত্র, তাঁর পার্থিব জীবনের সুরভিত গুল্ম এবং জান্নাতী যুবকদের সাইয়্যিদ বা নেতা। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহার পুত্র এবং তার পিতা ছিলেন আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। আর উম্মুল মুমিনীন খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা ছিলেন তার নানী।

তার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

তার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কিত বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে :

১। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> مَنْ أَحَبَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي
>
> যে হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে তাদেরকে ঘৃণা করে, সে আমাকে ঘৃণা করে।[৩]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ইমাম যাহাবী, ৩/২৪৬।
[২] প্রাগুক্ত।
[৩] *সুনান*, নাসাঈ, ৮১৬৮; *আহাদিসু বিশানিস সিবতাইন*, শায়খ উসমান খামীস, পৃ. ৩১২।

২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায়রত থাকাকালে হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠে ওঠার চেষ্টা করতেন। লোকেরা তাদের থামাতে চাইলে, তিনি বলতেন, 'ওদেরকে ওদের মতো থাকতে দাও, আমার পিতামাতা ওদের জন্য কুরবান হোক। যে আমাকে ভালোবাসে, সে যেন এই দুজনকেও ভালোবাসে।'[৪]

৩। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইনের হাত ধরে বললেন,

مَنْ أَحَبَّنِيْ وَأَحَبَّ هٰذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، كَانَ مَعِيْ فِيْ دَرَجَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

যে আমাকে ভালোবাসে, এ দুজনকেও ভালোবাসে এবং তাদের পিতামাতাকে ভালোবাসে, সে কিয়ামত দিবসে আমার সাথে থাকবে।

আহমাদ ও তিরমিযী থেকে বর্ণিত। অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, 'আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।' তবে তিরমিযীর মতে, হাদিসটি গারীব।[৫]

৪। ইয়ালা ইবনে মুররাহ বলেন, একবার হাসান ও হুসাইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দৌড়ে এলো এবং তাদের একজন অপরজনের আগে পৌঁছল। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাত একজনের গলায় রাখলেন এবং জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন। এরপর তিনি অপরজনকে চুমু দিলেন এবং বললেন,

إِنِّيْ أُحِبُّهُمَا، فَأَحِبُّوْهُمَا. أَيُّهَا النَّاسُ! اَلْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ

আমি ওদের ভালোবাসি। সুতরাং তোমরাও ওদেরকে ভালোবাসো। হে লোকসকল, সন্তানসন্ততি হলো কৃপণতা ও কাপুরুষতার কারণ।[৬]

[৪] *আহাদিসু বিশানিস সিবতাইন*, শায়খ উসমান খামীস, পৃ. ২৯৩; হাদীসের মান : হাসান।

[৫] *মুসনাদ*, আহমাদ, ১/৭৭; *সুনান*, তিরমিযী, ৩৭৩৪; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ইমাম যাহাবী, ৩/২৫৪। তিনি বলেন, এর সনদ যঈফ এবং মতন মুনকার; *মীযানুল ইতিদাল*, ৩/১১৭।

৫। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে আবু যুবায়ের বর্ণনা করেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং তাকে মেঝের ওপর ভর দিয়ে চলতে দেখলাম। তাঁর পিঠে ছিলেন হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। তিনি তাদেরকে সাথে নিয়ে বাড়িতে হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا

তোমাদের দুজনের সওয়ারী কতই না উত্তম এবং তোমরা কতই না উত্তম আরোহী![৭]

৬। আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়ছিলাম। তিনি যখন সিজদা করছিলেন, তখন হাসান ও হুসাইন লাফ দিয়ে তাঁর পিঠে উঠছিল। আর যখন তিনি মাথা উত্তোলন করছিলেন, তখন তিনি তাদের মেঝেতে নামিয়ে রাখছিলেন। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি এরূপ করতে থাকেন।'[৮]

[৬] *মুসনাদ*, আহমাদ, ৪/১৭৬; *সুনান*, ইবনে মাজাহ, ৩৬৬৬, আদব অধ্যায়; *যাওয়াইদ* গ্রন্থে বুসুরী বলেন, এর সনদ সহীহ এবং রিজালগণ সিকাহ; দেখুন : *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ইমাম যাহাবী, ৩/২৫৫।

[৭] *আশ-শারীআতু লিল আজুররী*, আজুররী, ৫২১৬০; সনদ যঈফ। কারণ, সনদে মাসরূহ আবু শিহাব নামক এক ব্যক্তি রয়েছে। যার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। উকাইলী বলেন, হাদীসশাস্ত্রে সে অনুসরণযোগ্য নয়। ইবনে আবি হাতিম বলেন, আমি আমার পিতাকে মাসরূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি এবং তার সূত্রে বর্ণিত কিছু হাদীস দেখিয়েছি। তিনি বলেছেন, তার উচিত মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করা থেকে তাওবা করা, যা সে সাওরীর সূত্রে বর্ণনা করেছে। ইবনে হিব্বান বলেন, তার কোনো উদ্বৃতি প্রমাণস্বরূপ পেশ করা জায়েয নয়, কারণ, তার সকল বর্ণনাই প্রমাণিত বিষয়সমূহের বিপরীত হয়ে থাকে। *আল-মাজরূহীন*, ৩/১৯; *আল-মীযান*, ৪/৯৭।

[৮] *আশ-শারীআতু লিল আজুররী*, আজুররী, ৫/২১৬১; সনদ যঈফ। কারণ, এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা ইবনে হায়্যান আল-মাদা'ইনী রয়েছে। দারাকতুনি বলেছেন, সে যঈফ ও মাতরূক (প্রত্যাখ্যাত)।